গাংনীতে শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে এ্যাডভোকেসি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে স্থানীয় জনগণকে শরীরচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় গাংনী পৌরসভা কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সিটিজেন নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনীর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক প্রীতম সাহা।

সভায় মউকের নির্বাহী প্রধান সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। নারীদের মুক্তভাবে চলার গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ নিয়ে বক্তব্য দেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ নাছির উদ্দীন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার মোঃ আসাদুজ্জামান এবং সহকারী প্রকৌশলী ও পৌর সচিব মোঃ শামীম রেজা।

সভায় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং যুবসমাজসহ বিভিন্ন পেশার প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী ফাহিমা আখতার।

মিলন হত্যা মামলায় সকল আসামি বেকুসুর খালাস

মেহেরপুরের গাংনীর চাঞ্চল্যকর প্রবাস ফেরৎ হাসানুজ্জামান মিলন হত্যা মামলার সকল আসামি আসামিকে বেকুসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

আসামিদের মধ্যে তার স্ত্রী মানছুরা, শ্যালিকা ও ভাইরা রয়েছেন।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ মন্জুরুল ইমাম চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলাটির রায় দেন। মামলার রায় ঘোষণার সাথে সাথে তার স্ত্রী মানছুরা খাতুন আদালতের কাঠগড়াই ভেঙ্গে পড়েন।

২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল সকালের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের সিনেমাহলপাড়াস্থ জিল্লুর দারোগার পরিত্যক্তু বিল্ডিং এর পিছনের জঙ্গলের মধ্যে থেকে প্রবাসফেরত হাসানুজ্জামান ওরফে মিলনের লাশ উদ্ধার করা হয়। মিলনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহৃ ছিল। ওই ঘটনায় নিহত মিলনের পিতা আব্দুল হামিদ বাদি হয়ে মিলনের স্ত্রী মানছুরা খাতুন, তার দুলাভাই আব্দুর রশিদ, মানছুরার ছোট বোন মছনয়ারা খাতুন মুন্নি এবং গাংনীর ব্যবসায়ী মোজাম্মেলকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-২৬, জি আর কেস নং ১২৯/২০১৬।

ওই সময় মিলনের স্ত্রী মানছুরা খাতুনকে পুলিশ আটক করেন। এছাড়া মামলার অপর আসামি স্থানীয় ব্যবসায়ী মোজাম্মেলকে পুলিশ আটক করে। তারা দীর্ঘদিন জেল হাজতে ছিলেন। পরে জামিনে ছাড়া পান। ওই সময় মোজাম্মেলকে নিহতের স্ত্রী মানছুরার পরোকীয় প্রেমিক হিসেবে মামলার আসামি করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ২৩ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। মামলার রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিডিউটের আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, এবং আসামীদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবি একেএম শফিকুল আলম ও একেএম জিল্লুর রহমান কৌশুলি ছিলেন। এদিকে মামলার রায় ঘোষণার সাথে সাথেই আসামি মানছুরা এবং মছনুয়ারা খাতুন মুন্নি আদালতের কাঠগড়াই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল হামিদ মল্লিকের ছেলে কুয়েত ফেরৎ হাসানুজ্জামান মিলনের ক্ষত বিক্ষত মরদেহ ২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল সকালে গাংনী পৌর এলাকার ঝিনেরপুর

এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পাশে ঝোপের ভিতর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। মাথায় হাতুড়ি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয় তাকে। সেসময় মিলনের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় স্ত্রীর সাথে গাংনীর ব্যবসায়ী মোজাম্মেলের পরকীয়া প্রেমের বলি হয়েছে মিলন।

হত্যকান্ডে জড়িত সন্দেহে নিহতের স্ত্রী মানছুরা, শ্যালিকা মছনুয়ারা খাতুন মুন্নি তার স্বামী পুলিশ কনস্টেবল আব্দুর রশিকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেন নিহতের পরিবারের লোকজন। পরে পুলিশ তাদের এই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে নিলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। কুয়েত থেকে সম্প্রতি ছুটিতে দেশে ফিরে স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে গাংনী শহরের বনবিভাগ পাড়ার নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন তিনি।

ঘটনার আগের দিন বিকেলে গ্রামের বাড়ি শ্যামপুর থেকে গাংনীর বাড়ির উদ্দেশে মোটরসাইকেলযোগে রওনা দেয়। সকালে মিলনের স্ত্রী তাদেরকে জানায় মিলনের কোনো খোঁজ মিলছে না। পরে ঘটানাস্থলে এসে তারা মিলনের লাশের পরিচয় শনাক্ত করেন।

গাংনীতে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল ৯ বছরের শিশুর

মেহেরপুরের গাংনীতে ইট ভাটার ট্রাকের ধাক্কায় নয় বছর বয়সী তাইমুজ্জামান নামের এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন নিহত তাইমুজ্জামানের বড় চাচা মোটরসাইকেল চালক মাসুদুজ্জামান (বাবু)।

সোমবার (২৭ জানুয়ারী) দুপুর ১টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শুকুরকান্দি নামক স্থানে সামিয়া ফিলিং এন্ড অটো গ্যাস স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাইমুজ্জামান মেহেরপুর স্টেডিয়াম পাড়ার প্রবাসী মাহারুজ্জামানের ছেলে ও স্থানীয় মিশন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র এবং আহত মাসুদুজ্জামান একই এলাকার মৃত জবেদ আলীর ছেলে।

আহত মোটরসাইকেল চালক মাসুদুজ্জামান জানান, তিনি মোটরসাইকেল যোগে তার প্রবাসী ছোট ভাইয়ের ছেলে তাইমুজ্জামানকে সাথে নিয়ে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আকুবপুর সামিয়া ফিলিং এন্ড অটো গ্যাস স্টেশনের সামনে পৌঁছালে বাম পাশে অবস্থিত থ্রী স্টার ইটভাটা থেকে একটি ট্রাক বেপরোয়া গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার মোটরসাইকেলের পিছনে ধাক্কা দেয়। ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের আরোহী আইমুজ্জামান পিছন থেকে পাকা সড়কের উপরে আছড়ে পড়ে গুরুতর আহত হয়। একই সাথে আহত হয় মোটরসাইকেল চালক বাবু।

স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত কুষ্টিয়ার মিরপুর ৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাইমুজ্জামানকে মৃত ঘোষণা করেন এবং মোটরসাইকেল চালক বাবুকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি আটক করতে পারলেও চালক পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে ট্রাক জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

গাংনীতে যুবলীগ নেতার হামলায় বিএনপি নেতা ও তার ছেলে আহত

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামে ইউনিয়ন যুবলীগ হাফিজুর রহমান হাফিজ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলাপাতাড়ি কুপিয়ে গ্রাম বিএনপির নেতা আব্দুর রহিম (৬৫) ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন (২৭) গুরুতর জখম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল রবিবার (২৬ জানুয়ারী) দিবাগত রাত ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের দক্ষিণ তেঁতুলবাড়ীয়া পাড়ায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আব্দুর রহিম ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন প্রথম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, আজকে রাতে স্থানীয় মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে কথা চলছিল। এসময় যুবলীগ নেতা হাফিজ ও বিএনপির স্থানীয় নেতা আব্দুর রহিমের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এর জের ধরে হাফিজ তার লোকজন ধারালো কুড়াল দিয়ে বিএনপি নেতা আব্দুর রহিমকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এসময় তার ছেলে ফিরোজ হোসেন তার বাবাকে বাঁচাতে এলে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এসময় গুরুতর আহতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে ভর্তি করেন। পরে সেখানে তাদের অ্বস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ দীর্ঘদিন যাবৎ তার নিজ ফেসবুকে বিএনপি ও প্রধান উপদেস্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও উস্কানিমুলক পোষ্ট দিয়ে থাকেন।

এদিকে এই হামলার পরপরই গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে আহতদের দেখতে যান এবং চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। তিনি হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজ ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর লোকজনকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানান।

এদিকে, এই হামলার পরপরই যুবলীগ নেতা হাফিজুলের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে ফেসবুকে এসে লাইভ করে অভিযোগ করেছেন তিনি।

হাফিজ ফেসবুক লাইভে বলেছেন, আব্দুর রহিম ও তার লোকজন প্রথমে আমার বাড়িতে হামলা করেছে। আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে মারধর ভাঙচুর করেছে। তবে, লাইভ করার পরপরই পালিয়ে গেছেন হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ ও তার লোকজন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি শান্ত করেন। এঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তবে, এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেনো না ঘটে সেব্যাপারে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

আহত পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

জেলা পর্যায়ের বাস্কেট বল টুর্নামেন্টে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের বাস্কেট বল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ রবিবার (২৬ জানুয়ারি) বিকালে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাস্কেট বল গ্রাউন্ডে মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলা পর্যায়ের অংশগ্রহণে এই ফাইনাল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ প্রতিপাদ্যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ফাইনালে গাংনী উপজেলা বাস্কেটবল দল ৬২-১৬ পয়েন্টের বিশাল ব্যবধানে মেহেরপুর সদর উপজেলা বাস্কেট বল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলায় টূর্ণামেন্টের শ্রেষ্ট খেলোয়ার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের খেলোয়ার জাহেদুল ইসলাম জনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রনি আলম নুর।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোত্তালেব আলী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, উপজেলা বিআরডিবি

অফিসার
অনুষ্ঠানের সাবির্ক দায়িত্ব পালন করেন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানী, গাংনী উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় ভলিবল দলের সাবেক কোচ আতর আলী।

সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারী শহিদদের রূহের মাগফেরাত এবং আহত ছাত্র-জনতার রোগমুক্তি কামনায় প্রার্থনা করা হয়।

পুরস্কার বিতরন শেষে বিজয়ী দল ও খেলোয়াড়দের আন্তরিক অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি আয়োজন সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক।

এসময় বক্তরা বলেন, পড়ালেখা ছাত্রদের প্রধান কাজ হলেও খেলাধুলা আমাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য দুটো গঠনে ভুমিকা রাখে। জাতীয় পর্যায়ে এই আয়োজন তরুন সমাজের দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে এবং আমাদের ক্রীড়ামোদী একটা সমাজ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

গাংনীতে পুলিশের পৃথক অভিযানে গ্রেফতার ৩

গাংনী থানা পুলিশের পৃথক তিনটি অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক দুই আসামি ও হেরোইনসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে সিআর ৪০/২৪ নং মামলার পলাতক আসামি কামরুল ইসলাম (৩০), গাংনী উপজেলা শহরের ঈদগাহ পাড়া এলাকার মো: বিল্লাল হোসেনের ছেলে জিআর ২৬৩/২৪ নং মামলার আসামী মোঃ সুমন (৩২)।

এছাড়া পুলিশের অপর একটি অভিযানে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ মোঃ এমদাদুল হক (৪২) কে আটক করা হয়েছে। আটক এমদাদুল হক গাংনী পৌর শহরের

উত্তরপাড়া এলাকার মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুলিশের পৃথক তিনটি টিম এই অভিযান পরিচালনা করেন।

আজ দুপুরের দিকে সীমান্তবর্তী রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে হেরোইনসহ আটক করা হয়।হেরোইনের আনুমানিক মূল্য ৩২ হাজার টাকা।

মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ (১) সারনীর ৮ (ক) ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। যার মামলা নং -১৭, তারিখ -২৪/০১/২০২৫।

আসামীদেরকে বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৫ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন মামলার আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ নারীসহ ৫ পলাতক আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন , গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ মন্টু আলীর ছেলে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৩৬/২৫ নং মামলার আসামি মোহাম্মদ মিঠু আলী (৩৬), একই উপজেলার মুন্দা গ্রামের মৃতু নজী বক্ ্্রের ছেলে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৬১৩ /২৩ এর আসামী মোঃ লেবু ওরফে জামরুল ইসলাম (৬০), মামুনের স্ত্রী ঝুমা খাতুন (২৫), টেবু মিয়ার স্ত্রী আম্বিয়া খাতুন (৪৫) ও ঠান্টু মিয়ার স্ত্রী মমতাজ খাতুন (৩০)।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইলের নেতৃত্বে

পুলিশের পৃথক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার দিনব্যাপি অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আদালতের পরোয়ানা পেয়ে পুলিশের পৃথক টিম আসামিদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। আজ শুক্রবার বিকালে গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হলে তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্তসহ ৩ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার বিশেষ অভিযানে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিসহ বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক তিনটি টিম বুধবার দিবাগত রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুর পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার ভরাট গ্রামের রুহুল আমীনের ছেলে জিআর ২৪১/১৬ নম্বর মামলায় এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোহাম্মদ সেলিম(৪০), একই উপজেলার কসবা গ্রামের মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৯৫৫ /২৪ মামলার আসামি মোহাম্মদ মতিন আলী (৫৫) ও পলাশীপাড়া গ্রামের মোঃ সাদেক আলীর ছেলে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ৮৭/২৪ মামলার আসামি মোহাম্মদ টুটুল হোসেন (৩২)।
ওসি বানী ইসরাইল বলেন, সাজাপ্রাপ্তসহ তিনজন আসামিই আদালতের

পরোয়ানাভূক্ত। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) বিকালে আদালতে নিলে বিজ্ঞ আদালতে তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

গাংনীতে যুব কাবাডি খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগ তারুণ্য উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে যুব কাবাডি (অনুর্ধো-১৭ বালক ও বালিকা) খেলা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়।
খেলায় বালক পর্যায়ে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মানিকদিয়া এগারপাড়া দাখিল মাদ্রাসার মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলায় ৩২ পয়েন্ট অর্জন করে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ট ও জেলা পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। খেলায় মানিকদিয়া এগারপাড়া দাখিল মাদ্রাসা দল অর্জন করে ১০ পয়েন্ট।

এছাড়া বালিকা কাবাডি দলের জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বালিক দল ৩১ পয়েন্ট অর্জন করে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ও মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। উপজেলা পর্যায়ে রানার্স অপ দল হয় জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় দল, তারা অর্জন করে ৪ পয়েন্ট।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্স আপ দলের খেলোয়ারদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা তাদের হাতে কাপ ও মেডেল তুলে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোতালেব হোসেন, উপজেলা

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডেলে বিচরণ করেন। তৃণমুলের খেলোয়ারদের আমরা সুযোগ তৈরী করে দিতে পারলে তারাই জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। তারাই আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিচরণ করবে। আমাদের দেশের মান মর্যাদা বিশ্বের বুকে পৌছে দেবে।
এই টূর্ণামেন্টের মাধ্যমে এই খেলাগুলো মানুষের হৃদয়ে প্রথিত থাকবে।

আগামী দিনগুলোতে এই উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এবং প্রতিটি গ্রামে এই খেলার চর্চা যেনো ধারাবাহিকভাবে চলে সেজন্য শিক্ষার্থী ও ক্রীড়া সংগঠকদের প্রতি উদাত্ব আহবান জানান তিনি।

প্রীতম সাহা আরও বলেন, যারা খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তারা মাদক ও সামাজিক অন্যায় অপরাধ থেকে দুরে থাকেন। তারা সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থের অধিকারী হয়। খেলাধুলা শারীরিক মানুষিক ও আধ্যাতিক বিকাশেও দারুনভাবে সহযোগীতা করে। খেলাধুলা আমাদের একাগ্রতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি করে।

মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করার আহবান জানিয়ে ইউএনও প্রীতম সাহা বলেন, আমরা কেউ যেনো মাদকের দিকে হাত না বাড়াই।
সড়ক নিরাপত্তার উপর গুরত্ব দেওয়ার আহবান জানিয়ে প্রীতম সাহা বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটি চার লেনে উন্নিত হয়েছে। এই সড়কটিতে এখন যানবাহনের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে গাড়িগুলো দ্রুত গতিতে ছুটছে। আমরা চাইনা দ্রুতগতির কারনে, আমাদের ছেলে বা মেয়ের জীবনে দুর্ঘটনা নেমে আসুক।
তরুণদের উদ্যেশ্যে তিনি বলেন, দ্রুতগতিতে ও বেপরোয়া মটরসাইকেল চালানোর কারনে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর মিছিল দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের অনাকাংখিত দুর্ঘটনা ও মৃত্যু আমরা প্রত্যাশা করিনা। আমরা চাই সকলেই সুস্থ থাকুক। একটি দুর্ঘটনা, একটি পরিবার বা ব্যাক্তির কান্নার কারন না হয়।

দলীয় কোন্দলে খুন হন যুবদল

নেতা আলমগীর

গাংনীতে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন হত্যাকান্ডটি পাওনা টাকাকে কেন্দ্র করে নয়, যুবদলের দলীয় কোন্দলের কারণে ঘটেছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম।

জেলা পুলিশ সুপার বলেন, গাংনী ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি নিহত আলমগীর হোসেন দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার কারণে ওয়ার্ডের যুবদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন প্রধান আসামি মাফিকুল ইসলাম মাফি। গত ৫ আগস্টের পরে নিহত আলমগীর দেশে আসে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তার এই সক্রিয়তার কারণে মাফিকুল রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।
তিনি আরো বলেন, রবিউল ইসলাম বিপ্লব আগামীতে গাংনী পৌর যুবদলের সম্পাদক হওয়ার চেষ্টা করে আসছিল। এ কারণে ১ নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আলমগীর বিপ্লবকে সমর্থন না দিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। আলমগীরের জনপ্রিয়তার কারণে তাকে সভাপতি পদ থেকে সরানোও সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে পথের কাটা আলমগীরকে সরিয়ে যে কোন মূল্যে মাফিকে সভাপতির চেয়ারে বসানোর পরিকল্পনা করে বিপ্লব।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার আরো বলেন, হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ড রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও মাফিকুল ইসলাম মাফি ঘটনার ৮/১০ দিন পূর্ব থেকেই অপরাপর আসামীদের নিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করে। হত্যাকান্ডের জন্য তারা গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের সহড়াবাড়িয়া মাঠের ইয়ারুল কাটা নামক নির্জন স্থান বেছে নেয়। রবিউল ইসলাম বিপ্লব তার সহযোগী আসামী শফিকুল ইসলাম শফিকে ৩,০০০ টাকা জবাই করার জন্য ধারালো ছুরি কেনা ও অন্যান্য খরচ বাবদ দেয়। রবিউল ইসলাম বিপ্লব অপরাপর সহযোগী আসামী মোঃ জনি ইসলাম ও মোঃ হাসিবুল ইসলামকে গাংনী বাজরের একটি দোকান হতে সাদা নাইলনের দড়ি কিনে দেয়। নিহত আলমগরি হোসেন তাদের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজন হওয়ার কারণে গত ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ সন্ধ্যায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে মোঃ রবিউল ইসলাময়ে বিপ্লব ও মাফিকুল ইসলাম মাফি সহযোগী আসামী আলমগীর ও শফিকুল শফিকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। পূর্ব হতেই পাহারা দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে জনি ইসলাম ও হাসিবুল ইসলাম অপেক্ষারত ছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সাথে সাথেই

আসামীরা ভিকটিম আলমগীরকে জাপটে ধরে পার্শ্ববর্তী কাঁচা রাস্তায় নিয়ে দড়ি দিয়ে হাত বাঁধে, মাফলার দিয়ে মুখ বাঁধে এবং ভিকটিমের গলায় দড়ি পেঁচিয়ে টানাটানি করে। ভিকটিম আলমগীর নিস্তেজ হয়ে পড়লে বিপ্লব মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য গলা কেটে জবাই করার নির্দেশ দেয়। শফিকুল শফি তার নিকট থাকা ধারালো ছুরি বের করে আসামী আলমগীরের হাতে দিলে আসামী আলমগীর জনিকে জবাই করার জন্য বলে। জনি গলা কেটে জবাই করার পর রক্তমাখা ছুরি ঘাসে মুছে শফিকুলকে দিয়ে দেয়। মামলা ভিন্নখাতে প্রবাহের জন্য বিপ্লব তার কাছে থাকা হাতে লেখা চিরকুট লাশের পাশে রেখে দেয়। হত্যাকান্ড শেষে আসামীরা গাংনী ফিরে আসে। শফিফকুল তার কাছে থাকা ছুরি বিপ্লবকে দিয়ে বাড়ি চলে যায়। হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ড রবিউল ইসলাম বিপ্লববের দেখানো মতে হত্যার কাজে ব্যবহৃত ধারালো ছুরি এবং মাফিকুল ইসলাম মাফির দেখানো মতে নিহতের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
এ পর্যন্ত হত্যাকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে যাদের মধ্যে ৫ জন নৃশংস হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করে বিজ্ঞ আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এসময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, সদর থানার ওসি সেখ মেজবাহ উদ্দীন, মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমানসহ জেলা গোয়েন্দা ও সােইবারক্রাইম টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হত্যাকান্ডে জড়িত আটক ছয় আসামি হলো- গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের রইচ উদ্দিনের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম বিপ্লব (৩৬), গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বাশবাড়িয়া পশ্চিমপাড়ার আব্দুল আউয়ালের ছেলে মফিকুল ইসলাম (৩৯), গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের জামাত আলীর ছেলে মোঃ আলমগীর হোসেন (৪০), গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মিনাপাড়া গ্রামের মোঃ লোকমান ইসলামের ছেলে হাসিবুল ইসলাম(২১), ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ট্যাঙ্গারমাঠ শিশিরপাড়া এলাকার মৃত হযরত আলী ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলাম শফি(৪২)।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনের (৩৮) গলাকাটা মরদেহ সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের পাশে থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।